

রোবসপিয়রকে
সন্ত্রাসের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন : 'থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' (Thermidorian Reaction) কী?

উত্তর : জ্যাকোবিন, জিরন্ডিন ও মধ্যপন্থী দলের আতঙ্কিত সদস্যরা সমবেত হয়ে বিপ্লবী ক্যালেন্ডার (বর্ষপঞ্জি) অনুসারে ৯ থার্মিডোর (২৭ জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিঃ) রোবসপিয়রকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং পরদিন তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করে। থার্মিডোর মাসে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে একে 'থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' বলা হয়।

প্রশ্ন : শ্বেতসন্ত্রাস (White Terror) কী?

উত্তর : থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে সন্ত্রাসে প্রশাসন যন্ত্র ও জ্যাকোবিন দলের ক্ষমতা নাশ করার জন্য পাল্টা সন্ত্রাস শুরু হয়। একে বলা হয় 'শ্বেতসন্ত্রাস'। এই সন্ত্রাস শুরু হয় মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে।

প্রশ্ন : 'আপৎকালীন স্বৈরতন্ত্র' (Dictatorship of Distress) বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যে শাসন বিদেশি আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিদেশি আক্রমণকারীদের পর্যুদস্ত করে সেই শাসন ব্যবস্থাকে 'আপৎকালীন স্বৈরতন্ত্র' বলা হয়।

প্রশ্ন : রোবসপিয়র কে ছিলেন?

উত্তর : রুশোর মন্ত্রশিষ্য রোবসপিয়র ছিলেন ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনের প্রধান নায়ক ও ফরাসি বিপ্লবের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সন্ত্রাসের কবলে পড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে ও ঐতিহাসিকরা তাঁর গুনগান করেছেন। কারণ তিনি সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন : দাঁতো বা ডান্টন কে ছিলেন?

[K.U. 2014]

উত্তর : পেশায় আইনজীবী দাঁতো ছিলেন ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনের অন্যতম প্রধান দপকার। সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও প্যারিকমিডনের প্রভাবশালী সদস্য দাঁতো সন্ত্রাসের শাসনকে দুর্বল করতে চাইলে রোবসপিয়রের সঙ্গে তাঁর মতভেদ প্রকাশ্যে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসের শাসনের কী প্রয়োজন ছিল?

উত্তর : বিপ্লবের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে হলে সন্ত্রাস ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল অপরিহার্য। সুতরাং সন্ত্রাসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পরও রোবসপিয়র নিজ গতিবেগ ধরে রাখার জন্য সন্ত্রাসকে অটুট রাখেন ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জোরদার করেন। এখানেই রোবসপিয়রের ট্রাজেডি।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসের শাসনের গঠনমূলক কাজ কী ছিল? অথবা, সন্ত্রাসের শাসনে সাধারণ মানুষ কী কী সুফল লাভ করেছিল?

উত্তর : সন্ত্রাসের শাসন থেকে সাধারণ মানুষ সুফল হিসেবে পেয়েছিল—
(১) দেশত্যাগীদের (ইমিগ্রি) জমি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি কৃষকদের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছিল। (২) সর্বোচ্চ আইন কার্যকারী করে এবং সেই সঙ্গে মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোরশাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপ্লবীরা সাধারণ খেটে যাওয়া মানুষের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল। (৩) অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা স্থাপিত হওয়ার ফলে অনেক বেকারের চাকরি জোটে। (৪) ওজন, মাপ ও মুদ্রায় দশমিক ব্যবস্থা চালু করার কৃতিত্ব সন্ত্রাসের।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসের শাসনের সীমাবদ্ধতা—ত্রুটি কী কি?

উত্তর : সন্ত্রাসের শাসনের সীমাবদ্ধতাও অস্বীকার করা যায় না। (১) এই শাসনে সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে খুশি হয়নি। (২) সাঁকুলবাদের প্রতি জ্যাকোবিনদের একাত্মবোধের অভাব ছিল। (৩) সাঁকুলেৎ ও পেটি-ভোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি জ্যাকোবিনদের স্বার্থ এক ছিল না।

প্রশ্ন : ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শগুলি কী ছিল?

[K.U.-2012]

উত্তর : ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শগুলি ছিল (১) সাম্য, (২) মৈত্রী (৩) স্বাধীনতা, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিকদের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে নিপীড়িত, শোষিত, বধিগত ফরাসি জনগণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন : ফ্রান্স ও ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের কী প্রভাব লক্ষ করা যায়?

উত্তর : ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্স ও ইউরোপের দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। (১) এই বিপ্লব ফ্রান্সে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল। (২) এর ফলে স্বৈরাচারী ও দৈবানুগৃহীত রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। (৩) আর একটি অবদান হল জাতীয় ঐক্যের সম্পূর্ণতা সাধন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতে আলোড়ন। (৪) ফরাসি বিপ্লব থেকে ইউরোপ পেয়েছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ। ও সাম্যবাদী মতাদর্শ। লেফেভরের মতে, 'সামাজিক গণতন্ত্র' ও 'সাম্যবাদ' মতাদর্শ দুটির জন্মদাতা ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজও ইউরোপের মানুষকে নাড়া দেয়। এককথায় বলা যায় ফরাসি বিপ্লব আধুনিক ইউরোপের জন্মদাতা।